মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২০৭

পর্ব-২: ‘ইলম (বিদ্যা) (كتاب العلم)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

وَعَن شَقِيق: كَانَ عبد الله يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذكرتنا كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا

বাংলা

২০৭-[১০] শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ’আবদুল্লাহ ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লোকজনের সামনে ওয়ায-নাসীহাত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবূ ’আবদুর রহমান! আমরা চাই, আপনি এভাবে প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত করুন। তখন তিনি [’আবদুল্লাহ ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ)] বললেন, এরূপ করতে আমাকে এ কথাই বাধা দিয়ে থাকে যে, আমি প্রতিদিন (ওয়ায-নাসীহাত) করলে তোমরা বিরক্ত হয়ে উঠবে। এ কারণে আমি মাঝে মধ্যে ওয়ায-নাসীহাত করে থাকি, যেমনিভাবে আমাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমাদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক না হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৭০, মুসলিম ২৮২১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে ওয়ায-নাসীহাতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে মানুষ বিরক্তবোধ না করে ও মূল উদ্দেশ্য ছুটে না যায়। সুতরাং নাসীহাতের সময় নাসীহাতকারীকে সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ও

মানুষের অবস্থা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ হাদীসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মানুষকে নাসীহাত করতেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে ইমাম বুখারী মাস্আলাহ্ সাব্যস্ত করেছেন-নাসীহাতের জন্য উস্তায (উস্তাদ) কর্তৃক সপ্তাহের কোন দিন ধার্য করা জায়িয।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54766

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন